মধুসূদ-নর কা-ব্য নারী : নব-চতনার আ-লা-ক

ড. অর্পিতা দাস [২৪]

উনিশ শত-ক পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ ও ইং-রজি শিক্ষার বিস্তার এ-দশীয় মানু-ষর চিন্তা-চেতনার জগতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল । নবচেতনার আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত বাঙালি মুক্তি -প-ত -চ-য়ছিল যুগ যুগ ধ-র চ-ল আসা বিবিধ কুসংস্কার ও নানা অন্ধ বিধিনি-ষ-ধর গণ্ডি থেকে । এর ফলে এই সময়ে দেখা দিয়েছিল বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন । সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অথচ সব-চ-য় অব-হলিত নারী সমা-জর জন্য ভাব-ত শুরু ক-রছি-লন অ-ন-ক । চরম অমানবিক সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবার পুনর্বিবা-হর প্র-চষ্টা, -কৌলীন্য প্রথা ব-ন্ধর উ-দ্যাগ, নারী শিক্ষা প্রচল-নর উ-দ্যাগ প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।

উনিশ শতকীয় নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যক্তিমানুষের প্রতি গুরুত্ব প্রদান। ফলে যে নারী এতদিন পর্যন্ত পারিবারিক বা সামাজিক আচার-আচরণ ও অন্ধ বিধিনিষেধের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল, যাদের মর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল উপেক্ষিত, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে ধ্বনিত হল তা-দর মুক্তির আহ্বান । বলা ভালো, নবজাগরণের প্রভাবে এদেশের নারীরা আপন মর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসহ নবরূপে আত্মপ্রকাশ করল । কিন্তু নারীর এই নবরূপে প্রতিষ্ঠা খুব সহজে হয়নি । নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার নারীর চিন্তা -চতনার জগ-ত পরিবর্তন এ-নছিল । নারীরা -চ-য়ছিল শিক্ষিত পুরুষের যোগ্য জীবনসঙ্গিনী হয়ে উঠতে। অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব পুরু-ষর দৃষ্টি-তও নারী সম্প-র্ক প্রচলিত ধ্যান ধারণার পরিবর্তন ঘটি-য়ছিল ।

সাহিত্যে নারীর ব্যক্তিত্বময়ী রূপকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য অনেক সময় সাহিত্যিকেরা বেছে নিয়েছেন পুরাণের নারী চরিত্রগুলিকে । এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কৃতি-ত্বর দাবিদার মাই-কল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) । ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না; কিন্তু মনের সমর্থন ছিল । ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের কারণে মধুসূদনের সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, অসম্মানিত নারী সম্পর্কে মুক্ত চিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়; -দখা যায় তাদের সবরকম বন্ধন মুক্তির শিল্পিত প্রয়াস । এরই পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে সনাতন ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বোধ। নবযুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধ আর জীবনাভিজ্ঞতা; বিশ্বদর্শনে অর্জিত জ্ঞান; ও বিশ্বসাহিত্যে অগাধ বিচরণ মধুসূদনের মনকে ব্যাপ্তি দি-য়-ছ। তাঁর কাব্যের অধিকাংশ চরিত্রই ভারতীয় । কিন্তু সেই ভারতীয় নারী দেহে ইউরোপীয় -চতনার সম্মিল-ন -য নবতর -চতনার উন্মীলন তা-ই প্রতিবিম্বিত হ-য়-ছ । আমরা মূলত তাঁর কাব্যগুলিতে বিশেষ করে 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২)-এ নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রূপকে দেখানোর -চষ্টা করব ।

---

[24] অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, -জ.-ক. ক-লজ, পুরুলিয়া ।

'-মঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টিতে দেশ-বিদেশের নানা বীরাঙ্গনা-নারীমূর্তির সংস্কার -য মধুসূদনের মনে ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না । রঙ্গলালের পদ্মিনী, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, ট্যা-সা-র '-জরুজা-লম -ডলিভার্ড' কা-ব্যর ক্লরিন্ডা, -হামার-এর 'ইলিয়াড' কা-ব্যর এথিনী ও ভার্জিল-এর ক্যামিলা চরিত্রের মিশ্রনে প্রমীলা অঙ্কিত । কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টি দিলেই যেখা যাবে যে প্রমীলা এদের কারোরই অবিকল প্রতিরূপ নয় । পূর্ণাঙ্গ নারী চরিত্র সম্পর্কে মধুসূদনের ধারণাটি এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে । একদিকে প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি, বীরত্ব--শী-র্যর প্রতীক; অন্যদিকে আবার ভারতীয় কুলবধূর কোমলতা ও মাধুর্য তার মধ্যে লক্ষণীয়। লঙ্কায় স্বামীর সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে গমনোদ্যত রণসাজে সজ্জিতা প্রমীলা যখন সখী বাসন্তীর সকল আশঙ্কাকে উড়ি-য় দি-য় ব-লন --

পর্বত গৃহছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে
কার -হন সাধ্য -য -স -রা-ধ তার গতি?
... ... পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে
-দখিব -কম-ন -মা-র নিবা-র নৃমণি ।

তখন আমরা চমৎকৃত হই, কিন্তু বিস্মিত হই না । কারণ প্রমীলা পতিগতপ্রাণা -প্রমিকা নারী । নবম স-র্গ স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জ-ন উদ্যত প্রমীলার ম-ধ্য ভারতীয় নারীর চিরায়ত রূপ স্পষ্টভা-ব প্রত্যক্ষীভূত হয় । এখা-ন লক্ষ্যণীয় একই -প্র-মর নামে প্রমীলা কখনও বীরাঙ্গনা, কখনও কুলবধূ ।

প্রখর মিলনের এই তত্ত্ব কবি-কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে বলেই প্রমীলা চরিত্রে বাহ্যত অসঙ্গতি থাক-লও ভিত-রর সৃষ্টি-তত্ত্বের মধ্যে সঙ্গতি রয়েছে । আসলে মধুসূদন নানা বৈশিষ্ট্যে প্রমীলা চরিত্রটিকে সৃষ্টি করে নবযুগের স্বাধীন চিত্ততা ও স্বাধিকার ঘোষণায় বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর দান ক-র তাঁর চরিত্রটিকে ব্যক্তিত্ব মণ্ডিত করেছেন ।

রাক্ষসরাজ রাবণের বহুপত্নীর একজন হলেন চিত্রাঙ্গদা । যিনি একই সঙ্গে পুত্র-বৎসলা ও সত্যবাদিনী । তাঁর ধারণা পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু হয়েছে দেশোদ্ধারের জন্য নয়, রাবণের কৃতকর্ম পা-পর জন্য ---

-দশবৈরী না-শ -য সম-র,
শুভক্ষ-ণ জন্ম তার; ধন্য ব-ল মানি
-হন বীর প্রসূ-নর প্রসূ ভাগ্যবতী ।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
-কাথা -স অ-যাধ্যাপুরী ? ....

.....
-ক, কহ, এ কাল অগ্নি জ্বালিয়া-ছ আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ নিজ কর্ম্ম-ফ-ল
মজা-ল রাক্ষসকু-ল, মজিলা আপনি !

প্রকাশ্য রাজসভায় উপস্থিত হয়ে, সাহসিকতার সঙ্গে অকাট্য যুক্তি দিয়ে যেভাবে স্বামীর কাজের সমালোচনা করেছেন তা তাঁকে একই সঙ্গে বিদ্রোহিনী এবং ব্যক্তিত্বময়ী নারী রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে । নারীর এই রূপটি মধুসূদ-নর সমকা-ল বা তাঁর পূ-র্ব বাঙালি সমা-জ ছিল অকল্পনীয় ।

নারী ব্যক্তিত্বের যে প্রতিষ্ঠা মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ শুরু ক-রছি-লন তারই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ লক্ষ করা যায় 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এ । এই কা-ব্যর তারা, উর্ব্বশী, রুক্মিণী, শূর্পনখা প্রমুখ নারী প্রণয়াস্পদের মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে পত্র লিখেছেন তাঁদের প্রণয়ীর কাছে । তারা চরিত্রের মধ্যে র-য়-ছ একদি-ক নারী হৃদ-য়র চাহিদা, অন্যদি-ক আজন্ম-লালিত সংস্কার । এই দুই-য়র দ্ব-ন্দ্ব মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত তারা আধুনিক নারীর ম-তা ব-ল-ছন--

দিনু জলাঞ্জলি
কুলমা-ন তব জ-ন্য - ধর্ম্ম লজ্জা ভয়ে!
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-প-থ, ধর আসি তা-র,
তারানাথ ।

মধুসূদন তারা-ক -প্রম বুভুক্ষু এক নারী রূ-পই -দখি-য়-ছন । শাস্ত্র-চর্চায় মগ্ন স্বামীর কাছ -থ-ক তারা যা পাননি তা-ই প্রত্যাশা করেছেন স্বামীর শিষ্য, পুত্রতুল্য সোমদেবের কাছে । এজন্য সমা-জর অনুশাস-ন তারা-ক পাপীয়সী ব-ল ম-ন হ-লও মানবিকতার বিচা-র তারা-ক -দাষ -দওয়া যায় না । আস-ল কবি নারী জীব-নর ম-না-লা-কর গভী-র ডুব দি-য় তার রূপগত বৈশিষ্ট্য ও রহস্য-ক উদ্‌ঘাটিত করায় প্রয়াসী হ-য়ছি-লন।

মধুসূদন নারীর মুক্ত কণ্ঠে প্রেম প্রকাশকে ব্যক্ত করেছেন শাপগ্রস্তা স্বর্গবাসিনী নারী উর্ব্বশীর মধ্য দিয়ে । উর্ব্বশীর আত্মনিবেদনের সংকোচহীন প্রকাশ তাঁকে আধুনিক নারীর বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছে । পুরুরবার প্রতি তাঁর দুর্বার আকর্ষণকে ব্যক্ত করতে গিয়ে উর্ব্বশী বলেছেন --

শুন নরকুলনাথ ! কহিনু -য কথা
মুক্ত কণ্ঠে কালি আমি দেব সভাতলে,
কহিব -স কথা আজি - কি কাজ শর-ম ?

উর্ব্বশীর এই -প্রম সত্যই অকপট ও আন্তরিকতায় ভরপুর।

কুমারী নারীর আত্মনি-বদ-নর প্রকাশ লক্ষ করা যায় রুক্মিণী পত্রিকায় রুক্মিণী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে । শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর গভীর প্রেম এবং তাঁর সঙ্গে মিলনের তীব্র বাসনা রুক্মিণীকে করে তু-ল-ছ কৃষ্ণগতপ্রাণা --

-কম-ন ম-নর কথা কহিব চর-ণ,
অবলা কু-লর বালা আমি, যদুমণি ?
কি সাহ-স বাঁধিব বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জাভয়ে ? মুদে আঁখি, হে দেব শরমে

রুক্মিণীর প্রেমের এই কুণ্ঠিত প্রকাশ কবি সংযত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন । উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে কুমারী প্রেমের সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না বললেই চলে । মধুসূদন রুক্মিণী পত্রিকায় যেন -সই -প্র-মর স্বীকৃতি জানি-য়-ছন ।

বাল্মীকি রামায়-ণ বর্ণিতা ভীষণাকৃতি, বিকট দর্শনা, দুর্মুখী রাক্ষসী ব-ল কথিত শূর্পনখা-ক মধুসূদন যুবতী ও সুন্দরী নারী রূপে অঙ্কন করে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন । এখানে রাবণ-ভগিনী শূর্পণখা সমস্ত সুখ-ঐশ্বর্য ত্যাগ ক-র ক-রও -প-ত -চ-য়-ছ -প্রমাস্পদ লক্ষ্মণ-ক --

যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র; অলংকার ভাণ্ডার খুলিব
তুষি-ত -তামার মনঃ; নতুবা কুহু-ক
শুষি রত্নাক-র, লুটি দিব রত্নজা-ল
মণি-যানি খনি যত, দিব -হ -তামা-র !

একজন যুবতী বিধবার ম-নও -প্রম বাসনা জাগ-ত পা-র, তারও -য -প্র-মর অধিকার থাক-ত পা-র - এই সত্য-ক শূর্পনখার মধ্য দি-য় প্রতিষ্ঠিত কর-ত -চ-য়-ছন কবি । রাক্ষসকন্যা হ-লও শূর্পনখার ম-ন যে প্রকৃত অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল তাঁর চোখের জল তার সাক্ষ্য বহন করেছে।

শকুন্তলা, -দ্রৌপদী এই দুজন-ক -প্রাষিতভর্তৃকা নারী রূ-প -দখা-না হ-য়-ছ । নি-জর নি-জর স্বামী-ক লেখা পত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের মানসিক অবস্থা ও চরিত্রের স্বতন্ত্রতা । শকুন্তলা পত্রের মূল উপজীব্য শকুন্তলার আত্মনি-বদন ও স্বামীবিচ্ছেদ জনিত বেদনাবোধ। কিন্তু বিত্তশালী বহুপত্নীক পুরুষের স্ত্রীর প্রতি অন্যায় ও দায়িত্বহীনতাও ব্যক্ত হয়েছে এই পত্রে। শকুন্তলা স্বামী দুষ্মন্তের ছলনা-ক নির্দ্বিধায় -দখি-য় দি-য়-ছন - 'গন্ধর্ব বিবাহচ্ছ-ল ছলি-ল দাসী-র'। এখা-ন শকুন্তলা-ক কিছুটা প্রতিবাদী ব-লই ম-ন হয় । এই প্রতিবাদ শুধু শকুন্তলারই নয়; তা -যন তাঁর নির্মাতা মধুসূদ-নরও । সমকালীন সমা-জ বহুবিবা-হর কুফল নি-য় -য আ-ন্দালন তৈরি হ-য়ছিল এ -যন -সই প্রতিবা-দরই শৈল্পিক রূপায়ণ ।

প্রোষিতভর্তৃকা শকুন্তলার বিরহের সঙ্গে অপর প্রোষিতভর্তৃকা নারী দ্রৌপদীর বিরহ--বদনা পাঠ-কর দৃষ্টি আকর্ষণ ক-র । শকুন্তলা ও -দ্রৌপদী উভয়েই নিজ নিজ স্বামীর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব । ত-ব উভ-য়র ম-ধ্য মিল থাক-লও বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয় । সরলা, ঋষিগৃ-হ পালিতা শকুন্তলার মধ্যে যেখানে শুধুমাত্র স্বামীর অদর্শনজনিত অন্তর্বেদনাই ব্যক্ত হয়েছে সেখানে দ্রৌপদীর বিরহ বেদনার সঙ্গে আছে তীব্র অভিমানও । স্বামী দুষ্মন্তের কাছে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শকুন্তলা নিজের কপালকে দোষ দিয়েও স্বামীর ছলনাকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী ধন্যা । অর্জুন তাঁর বিশেষ প্রিয় । সেই অর্জুন যখন শত্রু নিধনের জন্য স্বর্গে গমন করেন এবং -সখা-ন দীর্ঘকাল যাপন ক-রন তখন তাঁর অদর্শ-ন -দ্রৌপদী হ-য় ও-ঠন অধীরা --

হায় -র, আঁধার নাথ, -তামার বির-হ -
জীবশূন্য, রবশূন্য, মহারণ্য -যন !
আর কি কহিব -দব, ও রাজীব-প-দ ?
পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর প্রতি
ধনঞ্জয় !

এই -প্রম-ব্যাকুলতার মধ্যে তীব্র অভিমান এবং একই সঙ্গে অভিযোগ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রু-পর প্রকাশও লক্ষণীয় । দ্রৌপদী পঞ্চ-পাণ্ডবের পত্নী হয়েও বিশেষভাবে অর্জুনে অনুরক্তা । ধর্মের অনুশাসনে এ-ক অন্যায় ব-ল ম-ন হয় । -দ্রৌপদীও -সকথা জা-নন --

যা ইচ্ছা করুন ধর্ম্ম, পাপ করি যদি

ভা-লাবাসি নৃমণি-র, -

কিন্তু দ্রৌপদীর স্বাধীনভাবে বিশেষ পুরুষের প্রতি প্রেমাসক্তি আধুনিক নারীর বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরে ।

ভানুমতি ও দুঃশলা - এই দুই নারীর ম-ধ্য ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় । উভ-য়র স্বামী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে লিপ্ত । স্বামীদের অমঙ্গল চিন্তায় উভয়েই স্বামীকে পত্র লিখেছেন যুদ্ধে বিরত থাকার পরামর্শ দি-য় । স্বামীরা অন্যায় কর-ল পত্নীরাও -য তার অন্ধ অনুগামিনী হ-ব - এই ভাবনা -থ-ক সরে এসে মধুসূদন ভানুমতী ও দুঃশলা চরিত্র দুটিকে সৃষ্টি করেছেন । পুরুষের অপরিণামদর্শিতা, দম্ভ ও অন্যায় সম্প-র্ক স-চতন ক-র তা-ক সঠিক পথ -দখা-নাই যথার্থ স্ত্রীর কর্তব্য । স্বামী দু-র্যাধ-নর অন্যায় ক-র্মর সমা-লাচনা ক-র, তাঁর অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে ভানুমতী যখন বলেন - -

-হ -কৌরবকুলনাথ, তীক্ষ্ণ শরজা-ল
চাহ কি বাধি-ত প্রাণ তাহার সংগ্রা-ম
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল -য তব
অসহায় য-ব তুমি,

তখন নারী ব্যক্তিত্ব ও নারী স্বাতন্ত্র্যেরই প্রকাশ লক্ষ করা যায় । অন্যদিকে পুত্রবৎসলা ও স্বামী -সাহাগিনী দুঃশলাও ভ্রাতা দু-র্যাধ-নর অন্যায় -থ-ক স-র এ-স স্বামী-পুত্রকে নিয়ে সংসার করতে -চ-য়-ছন --

কি কাজ র-ণ -তামার ! কি -দা-ষ
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চপাণ্ডুরথী ?

পিতৃকু-লর অন্যায় সমা-লাচনা-ত ভানুমতীর মতোই দুঃশলার মধ্যেও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ লক্ষণীয় ।

'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এ মধুসূদন জাহ্নবী চরিত্রকে একটু অন্যভাবে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। জাহ্নবী স্বামী শান্তনুকে যে পত্র লিখেছেন তাতে স্বামীর প্রেমকে প্রত্যাখান করে বলেছেন - 'পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে ।' জাহ্নবীর এই উক্তির মধ্যে যে নিরাসক্তি, নিস্পৃহতা ও কাঠিন্য আছে তা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিনব । মধুসূদন যে সময় কাব্যটি রচনা করেছিলেন -সই সম-য় স্বামী-স্ত্রীর সম্প-র্কর বন্ধন-ক জন্ম-জন্মান্ত-রর ব-লই -ম-ন -নওয়া হত । -সখা-ন জাহ্নবীর এই উক্তি আধুনিক নারীর মনোভঙ্গিকেই তুলে ধরে । স্বামী-স্ত্রীর সম্প-র্কর স্থায়িত্ব -কবল সমাজের আরোপিত নির্দেশমাত্র নয়; সেখানে নারীর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার মূল্যও অনস্বীকার্য।

'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এ -যসব নারী স্বামী-দর ব্যবহা-র মর্মাহত, যাঁ-দর -তজস্বিনী মূর্তি পাঠক-দর দৃষ্টি আকর্ষণ ক-র তাঁরা হ-লন দশর-থর পত্নী -ককয়ী এবং নীলধ্বজপত্নী জনা । স্বামীর প্রতি -ককয়ীর অন্ত-র দুর্জয় অভিমান থাক-লও তার ম-ধ্য এক রক-মর দুঃসাহসিকতা ও দৃপ্ত -ত-জর পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে, যা প্রকৃতপক্ষে বীরাঙ্গনাসুলভ । তাঁকে দেওয়া কথা বিস্মৃত হয়ে দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাইলে তীব্র অভিমানের সঙ্গে কেকয়ী স্বামীকে বাক্যবা-ন জর্জরিত ক-র ব-ল-ছন --

থা-ক যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ ক-র্ম্মর প্রতিফল ! দিয়া আশা -মা-র,

নিরাশ করি-ল আজি; -দখিব নয়-ন
তব আশা-বৃ-ক্ষ ফ-ল কি ফল, নৃমণি ?

দশরথের অন্যায় অধর্মের জন্য জ্বালাময়ী শ্লেষোক্তি ও তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে কেকয়ীর সুবিচার প্রার্থনা এই চরিত্রটির নারী জনোচিত কোমলতা ও মাধুর্যকে আচ্ছন্ন করে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে ।

মধুসূদনের কাব্যে জনা চরিত্রটি এক অনবদ্য সৃষ্টি । মাহেশ্বরী পুরীর নৃপতি নীলধ্বজের মহিষী জনা একজন প্রকৃতই ক্ষত্রিয় নারী । স্বামী নীলধ্বজ পুত্রহন্তা অর্জুনের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করলে পুত্রশোকে কাতর জনা স্বামীর কাপুরুষোচিত এই কাজকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন--

তব সিংহাস-ন
বসিছে পুত্রহা রিপু - মিত্রোত্তম এবে!
-সবিছ যত-ন তুমি অতিথি-রত-ন -
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে?

পুত্রশোক অপেক্ষাও জনাকে অধিক ব্যথিত করে তুলেছিল ক্ষাত্রধর্ম পালনে বিমুখ নীলধ্বজের বিসদৃশ আচরণ । প্রবী-রর মৃত্যুর পর নীলধ্ব-জর আচরণগত এই বৈষম্যই স্বামীর প্রতি জনার বিশ্বা-স ফাটল ধরিয়েছিল । প্রিয় পুত্র প্রবীর মারা যাওয়ায় ও স্বামীর প্রতি সযত্ন লালিত বিশ্বাস ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য -শষ পর্যন্ত জনা আত্মহন-নর সংকল্প ক-র-ছন । প্রবল মাতৃত্ব-বাধ, প্রখর আত্মমর্যাদাজ্ঞান এবং স্বামীর প্রতি তীব্র অভিমান প্রকাশে জনা সত্য সত্যই হয়ে উঠেছেন মধুসূদ-নর এক অপরূপ সৃষ্টি - যা উনিশ শত-কর পূ-র্ব বাংলা সাহি-ত্য ছিল দুর্লভ ।

মধুসূদন যেভাবে পুরুষশাসিত সমাজে বঞ্চিত, উপেক্ষিত ও অবহেলিত নারীদের নিজ নিজ মহিমায় তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন; তাঁদের স্বাধীন সত্তাকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন - তা উনিশ শতকীয় নবজাগরণের ফলে আগত মানবতাবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদেরই প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি । তাঁর কাব্যে অঙ্কিত নারী চরিত্রগুলি যেমন চিত্রাঙ্গদা, জনা, কেকয়ী, শূর্পনখা প্রমুখ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের পাশববৃত্তি চরিতার্থ করার যন্ত্র মাত্র নয়; তাঁরা আপন আপন মহিমায় ভাস্বর । মধুসূদন -পৌরাণিক এই নায়িকা-দর কাহিনি-ক আধুনিককা-লর উপ-যাগী ক-র গ-ড় তুল-ত সূক্ষ্ম পর্য-বক্ষণ শক্তি ও গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণী শক্তির যে পরিচয় দিয়েছিলেন তা একালের পাঠককেও বিস্মিত ক-র । তাঁর সৃষ্ট নারীরা কখনও পুরু-ষর অন্যা-য়র প্রতিবা-দ মুখরা; কখনও পুরু-ষর প্রতি -প্রম প্রকা-শ স্পষ্ট ও সংকোচহীনা; আবার কখনও পুরুষের যোগ্য জীবনসঙ্গিনী ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :-

১) পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘের কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী (সম্পা.), 'বঙ্গীয় নবজাগর-ণর অগ্রপথিক'। কলকাতা -জলা কমিটি : কলকাতা। প্রথম প্রকাশ - ২৬ -স-প্টম্বর, ১৯৯৫। (নীতীশ বিশ্বাস, 'মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত')।

২) ভবানীগোপাল সান্যাল (সম্পা.), বীরাঙ্গনা কাব্য। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা. লি. : কলকাতা। ২০০৮-০৯। নবম সংস্করণ।